যুগান্তর

তারিখ 04 MAR 2016 পৃষ্ঠা 2 কলাম 1-6

গুলশান থেকে স্কলাস্টিকার ছাত্র নিখোঁজ

আইএসে যোগ দিতে পারে —সন্দেহ পুলিশের

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর-গুলশান থেকে স্কলাস্টিকা স্কুলের এক ছাত্র রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। তার নাম মীর সামি মোবশ্বির (১৮)। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের ধারণা উগ্র ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে সে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকতে পারে। অথবা কোনো জঙ্গি গ্রুপের খপ্পরে পড়ে বাসা ছেড়ে চলে গেছে। অভিভাবকরা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার ৪ দিনেও ওই ছাত্রকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তার বাবার নাম মীর এ হায়াৎ কবীর। বৃহস্পতিবার রাতে হায়াৎ কবীর যুগান্তরকে বলেন, তার ছেলে স্কলাস্টিকা স্কুলের মেইন শাখা থেকে এবার ও-লেভেল পাস করেছে। সে এ-লেভেল করার জন্য গুলশান-২ এর আগোরাসংলগ্ন এমিনেন্স কোচিং সেন্টারসহ দুটি কোচিং সেন্টারে অধ্যয়নরত ছিল। সোমবার বিকালে সে কোচিংয়ের উদ্দেশে গুলশানের নিকেতনের বাসা থেকে বের হয়। তাদের গাড়িচালক তাকে কোচিং সেন্টারের সামনে নামিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানতে পারেন সে কোচিংয়ে যায়নি। নিখোঁজ হওয়ার পর তিনি ছেলের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন সামি সম্প্রতি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ব্যাপক কথা বলত। সে নিয়মিত নামাজ পড়ত। এর থেকে তার ধারণা সামি উগ্রপন্থী কোনো গ্রুপের টার্গেটের শিকার হতে পারে। তবে সামির পাসপোর্টটি বাসাতেই আছে বলে জানান তিনি। হায়াৎ কবিরের দাবি এভাবে গুলশান থেকে আরও কয়েকজন ছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। যদিও পুলিশ বিষয়টি স্বীকার করেনি।

কোনো পেশাদার সন্ত্রাসী গ্রুপ সামিকে অপহরণ করেছে কিনা জানতে [illegible] হায়াৎ কবির বলেন, আত্মীয়-স্বজন ও ছেলের স্কুল বন্ধুদের বাসায় খোঁজ নি[illegible]ান পাওয়া যায়নি। পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা পুলিশের কাছে গিয়েও ছে[illegible]য়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। এই চার দিনে কেউ তার কাছে কোনো [illegible]ণ দাবি করেনি বা চাঁদা চায়নি। পারিবারিকভাবেও তার সঙ্গে কারও [illegible]ই। হায়াৎ কবির জানান, তিনি অ্যালকেটেল লুসেন নামে একটি [illegible]ান প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। নিখোঁজ সামির মায়ের নাম খালেদা পারভিন [illegible]ধ্যে সামি ছোট। সামি কম কথা বলে এবং আত্মীয়-স্বজন ছাড়া কারও স[illegible] তার তেমন কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই। ছেলেকে উদ্ধারে পুলিশ, র‍্যাবসহ [illegible] যত ধরনের তথ্য চেয়েছে আমরা সব দিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার ছে[illegible] সন্ধান পাইনি। গুলশান থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আ[illegible] সি[illegible]টিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে দেখেছি, সামি কোচিংয়ে না গিয়ে একটি রিকশাযোগে বনানী ১১ নম্বর রোডের দিকে চলে গেছে। তার বাবা ও মামাসহ আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আমরা কথা বলে অনেকটাই নিশ্চিত হয়েছি, সামি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গেছে।